চিনের নতুন বছর ও বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতায় চিনা শিল্পীদের অনুষ্ঠান। –পিটিআই

পুজোর আগেই চালু হবে ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পুজোর আগে বিধাননগরের সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো রেল পরিসেবা চালু হয়ে যাবে। মেট্রো রেলের তরফে এখবর জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে মেট্রো রেক বেঙ্গালুরু থেকে এসে পৌঁছেছে। রেল কর্তৃপক্ষ এর আগে সেক্টর ফাইভ থেকে ফুলবাগান পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। আগে বলা হয়েছিল, জুন মাসের মধ্যেই সেক্টর ফাইভ থেকে ফুলবাগানের মধ্যে মেট্রো রেল চালু হয়ে যাবে। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে, প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে জুন মাসে মেট্রো রেল চালু করা যাচ্ছে না। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শেষ করার চেষ্টা হলেও জুন মাসের মধ্যে ওই রুটে রেল পরিসেবা চালু করা যে সম্ভব নয়, রেল কর্তৃপক্ষ তা স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে প্রথম পর্যায়ে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত পরিসেবা চালু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ছয়টি স্টেশন তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত ৫.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পথে সেক্টর ফাইভ, সেন্ট্রাল পার্ক, সিটি সেন্টার, বেঙ্গল কেমিক্যাল ও সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশন থাকছে। মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, সিগন্যালিং ব্যবস্থার কাজ শেষ হওয়ার পরেই ট্রায়াল রান শুরু হবে।

মেট্রো রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা মেট্রোর তুলনায় ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রোর ভাড়া তুলনায় বেশি হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অর্থের জন্য কোনো প্রকল্পের কাজ আটকাচ্ছে না। শুধু প্রযুক্তিগত কারণেই জুনের মধ্যে নতুন রেক চালানো সম্ভব হবে না। এছাড়া নিউ গড়িয়া থেকে রুবি হাসপাতাল পর্যন্ত মেট্রো রেলের কাজও শেষ হয়নি। ওই রুটে মেট্রো রেলের পরিসেবা চালু করতে আগামী বছরের পুজো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

প্রতারণার অভিযোগ, ধৃত

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির বাসিন্দা এক ব্যক্তির থেকে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে সোমবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা থেকে ৬ জনকে গ্রেফতার করল বিধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল শিবশংকর দাস ওরফে অশোক রায়, লক্ষ্মণ মণ্ডল, তাপস বিশ্বাস, স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়, অবনীশ মজুমদার ও বুলবুল শেখ। তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণা সহ একাধিক মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ তাদের আদালতে তোলা হয়। অভিযোগে প্রকাশ, দিল্লির বাসিন্দা শান্তনু শর্মা নামে এক ব্যক্তি মুম্বইয়ের পিসেস নামে একটি সংস্থায় কাজ করেন। ওই সংস্থার বেশকিছু সামগ্রী কেনার জন্য শিবশংকরের সঙ্গে কথা হয় তাঁর। ওইসব সামগ্রী কেনার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা লেনদেনের ব্যাপারে তাঁকে কলকাতায় ডাকে শিবশংকর। এরপর গত ১০ জানুয়ারি কলকাতায় আসেন শান্তনুবাবু। সেদিনই সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের একটি কফিশপে বসে ওইসব সামগ্রীর জন্য অগ্রিম ৬১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা শান্তনুবাবু শিবশংকরের হাতে তুলে দেন। শান্তনুবাবুর অভিযোগ, এরপর থেকেই শিবশংকর ফোন অফ করে দেয়। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে শান্তনুবাবু ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধাননগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে।

মেয়রকে চিঠি সুজনের

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শীত বিদায়ের পথে জ্বর–সর্দি নয়, ডায়ারিয়ায় কাবু দক্ষিণ কলকাতার মানুষ। গত কয়েকদিন ধরেই বাঘাযতীন, টালিগঞ্জ, সন্তোষপুর সহ দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় ডায়ারিয়ার প্রকোপ বেড়েছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কলকাতা পুরসভার তৎপর হওয়া দূরঅস্ত, পুরসভার কল থেকেই বেরোচ্ছে বড়ো বড়ো পোকা। সন্তোষপুর এলাকার সিক্সথ রোড এলাকায় গত কয়েকদিন ধরেই পুরসভার কল থেকে জলের সঙ্গে পোকা বেরোচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাই এর মোকাবিলায় এবার মাঠে নেমেছে সিপিএম। বাঘাযতীন, সন্তোষপুর সহ দক্ষিণ কলকাতার ডায়ারিয়া আক্রান্ত এলাকাগুলিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের আর্জি জানিয়ে কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছেন সিপিএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী। অন্যদিকে, পুরসভার কলের জলে পোকা বেরোনোর অভিযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসেছেন পুরকর্মীরা। কল থেকে কী বেরোচ্ছে তা জানতে মঙ্গলবারই পুরসভার তরফে সন্তোষপুর সিক্সথ রোডের কলের জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে এলাকায় বিশুদ্ধ জল সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা এখনও হয়নি।

দত্তপুকুরে পথ দুর্ঘটনা

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ গত শনিবারই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় এক শিশু, সেইসঙ্গে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন তার বাবা–মা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের এদিন একই স্থানে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতররূপে আহত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হতে হল ৩ জনকে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর থানার কোটলা গোলাবাড়ি এলাকার পাতুরিয়াতে। জানা যায় যে, এদিন দুপুরে মাটি বোঝাই একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে একটি বাইককে। তারই জেরে বাইক আরোহী ৩ জন গুরুতররূপে আহত হন। তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এর পরপরই সেখানে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

অমানবিক পুলিশ

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের অমানবিক পুলিশ। এবার হাওড়া। হাওড়া সিটি পুলিশের তত্ত্বাবধানে চলছিল ফুটবল ম্যাচ। সেই ম্যাচের সময় বুকে বল লেগে প্রায় ২০/২৫ মিনিট মাঠের ধারে যন্ত্রণায় ছটফট করতে হল এক খেলোয়াড়কে। তবে খেলা শেষে পুলিশ তাঁকে নিয়ে ভরতি করেছে পুলিশ হাসপাতালে। আহত ওই ফুটবলার হলেন মৃন্ময় পাঁজা। তিনি অরবিন্দ নগর মিলন সমিতির হয়ে খেলতে এসেছিলেন। খেলা চলাকালীন সজোরে ফুটবল এসে লাগে তাঁর বুকে। ছটফট করতে থাকেন। তাঁকে মাঠ থেকে হাওড়া সিটি পুলিশ সরিয়ে নিয়ে গেলেও কোনো চিকিৎসা তো দূরঅস্ত, কোনো প্রাথমিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল না। আর তার জেরে এদিন বিকেলে সেখানে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

উন্নয়ন কীভাবে করে, আমার কাছ থেকে শিখুন মোদি : মমতা

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ তাঁর একসময়কার প্রিয় পাত্রী ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে গোটা সিআইডিকেই নামিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতী ঘোষ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অফিসারদের বাড়িতে প্রায় প্রতিদিনই পুলিশের তল্লাশি চলছে। তাঁর প্রতিবাদে আত্মগোপনে থেকে মাঝেমধ্যেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তির ছুড়ছেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার। মুখ্যমন্ত্রী শুধু শুনেছেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করেননি। মঙ্গলবার প্রাক্তন মাওবাদীদের সঙ্গে বৈঠকে ভারতী ঘোষের নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বলেছেন, ‘প্রাক্তন পুলিশকর্তাদের কথা শুনবেন না। বর্তমানে যাঁরা দায়িত্বে তাঁদের কথা শুনে চলুন।’ মাওবাদী অধ্যুষিত জঙ্গলমহলে দীর্ঘদিন দায়িত্বে ছিলেন ভারতী ঘোষ। তাঁর দাপটে শুধু মাওবাদীরাই নন, শাসকদলের নেতারাও তটস্থ থাকতেন। ভারতী ঘোষের কাছে মাওবাদীদের বহু নেতা ও কর্মী আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তারপর থেকেই তাঁরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন। এইভাবেই প্রাক্তন অনেক মাওবাদীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও সেকথা জানেন। সেজন্যই তিনি প্রাক্তন মাওবাদীদের এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এরই পাশাপাশি মঙ্গলবার নদিয়ায় একটি সভায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের প্রচারের অভিমুখ কী হবে তা স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রধান রাজনৈতিক স্লোগান হবে প্রধানত বিজেপি বিরোধী এবং প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হবে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, উন্নয়ন কীভাবে করতে হয় কেন্দ্রের উচিত তা তাঁর কাছ থেকে শেখা। বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘ওদের ফাঁদে পা দেবেন না। ওদের মতো হিংসাবাদ আর কেউ নেই। ওরা মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে। আমরা সবাইকে ভালোবাসি। বিজেপির কাছ থেকে আমরা হিন্দুধর্ম নিয়ে জ্ঞান শুনব না।’ উন্নয়ন কীভাবে করতে হয় তার নমুনা পেশ করার চেষ্টায় এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বাংলা আবাস যোজনায় রাজ্যে ২৫ লক্ষ বাড়ি হয়েছে। কল্যাণী ও করিমপুরে মডেল থানা তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। বীরনগরে নতুন সাবস্টেশন তৈরি হবে এবং সবার জন্য আলো প্রকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। এদিনের সভা থেকেও মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণের সুযোগ ছাড়েননি। জিএসটির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ছোটো ব্যবসায়ীরা সংকটে পড়েছেন। ব্যাংকেও টাকা সুরক্ষিত নয় ভেবে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, সারা দেশে ১২০০ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। বিজেপি শাসনে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা সবথেকে বেশি। তাঁর বক্তব্য, আইসিডিএস আগে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প ছিল। কিন্তু সেই প্রকল্পের ৯০ শতাংশ টাকাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার এখন আইসিডিএসে টাকা দিচ্ছে। এদিনের সভা থেকে তিনি আইসিডিএস কর্মীদের প্রতি বার্তা দিয়ে বলেন, ‘কারও কথায় ভুল বুঝবেন না। প্রোজেক্ট যদি বন্ধ হয়ে যায় তাঁরা কিন্তু দেখবে না।’ আশাকর্মীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, ‘কেন্দ্র আগে আশাকর্মীদের ৮০০ টাকা করে দিত। এখন সব বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা ২০০০ টাকা করে দিই। এই প্রোজেক্ট কিন্তু চলত না। আমরা চালু করে রেখেছি।’ পঞ্চায়েত ভোটের মুখে এদিন প্রায় ১৩ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ কর্মসূচির উদবোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই সভাতেই তিনি নবদ্বীপ ও মায়াপুরকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার হিসেবে ঘোষণা করেন।

জামাত-তৃণমূল যোগাযোগের অভিযোগ সিপিএমের

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এতদিন সিপিএম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ করেছে। তারই সঙ্গে বিভিন্ন সভায় সিপিএম নেতারা বলেছেন, যাদের কার্যকলাপে অশান্তি প্রশ্রয় পায় তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে। কিন্তু এবার দলের দলিলেই সিপিএম সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওপার বাংলার জামাত–ই–ইসলামির সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ তুলল। সম্প্রতি সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সম্মেলনে বিদায়ি জেলা সম্পাদক গৌতম দেবের পাশাপাশি রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র ও বিমান বসু উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই সেখানে যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তাতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। বসিরহাটের সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে সিপিএম বলেছে, আমরা জানি এর পিছনে ওপারের জামাত–ই–ইসলামির মদত ছিল। আর তাদের সঙ্গে মমতার সখ্য খাগড়াগড়ের ঘটনা থেকে পরিস্কার। সিপিএমের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস ওপার বাংলার জামাত–ই–ইসলামির রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সিপিএমের এই অভিযোগের পিছনে কোনো তথ্যপ্রমাণ আছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। অন্তত দলের সম্মেলনের রিপোর্টে এধরনের কোনো তথ্য নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও কীসের ভিত্তিতে তারা এ ধরনের অভিযোগ করে তা জানা যায় না। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে এরাজ্যে যতগুলি নির্বাচন হয়েছে, তার সবকয়টির ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, সংখ্যালঘুদের বেশিরভাগই তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত যেসব এলাকায় আগে বামফ্রন্টের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, সেসব এলাকায় তৃণমূল যে তাদের প্রভাব বাড়িয়েছে ভোটের ফলেই তা প্রমাণিত। সিপিএম অবশ্য এ সম্মেলনের রিপোর্টে দাবি করেছে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তারা তৃণমূলকে সরিয়ে অনেক ভোট পেয়েছে। এমনিতেই তাদের দাবি, উত্তর ২৪ পরগনায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বাদুড়িয়া ও বসিরহাট–উত্তর কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট অনেক ভোট পেয়েছে।

সিপিএম যে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলে তা নতুন নয়। এবার তারা তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু উন্নয়নে ভুল তথ্য পেশ করার অভিযোগ তুলেছে। সিপিএমের বক্তব্য, ‘সরকারে এসেই ঘোষণা করলেন সংখ্যালঘুদের ৯৯ ভাগ কাজ করে দিয়েছেন। এর সঙ্গে কী ঝগড়া করবেন ? একে গদি থেকে টেনে নামানো ছাড়া আর কোনো রাস্তা আছে ? ’

এবারের সম্মেলনে জেলা সম্পাদকের পদ থেকে বিদায় নেওয়ার পর সিপিএম নেতা গৌতম দেবের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। যদিও এখনও তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে রয়েছেন, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা কমিটির সম্পাদক পদে থাকার কারণে তাঁর কিছুটা বাড়তি গুরুত্ব ছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে গৌতমবাবু অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার বাইরে খুব বেশি সভা করতে যেতে পারতেন না। সে কারণে দলের তরফেও তাঁকে জেলার বাইরে তেমন কোনো বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এখন তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে গবেষণা সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সুবাদে তিনি বিভিন্ন ধরনের সমীক্ষা আয়োজনের চেষ্টা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

হাতেহাত ধরে একসঙ্গে চলার প্রতিজ্ঞা। মঙ্গলবার শান্তিনিকেতনে ইন্দ্রজিৎ রায়ের তোলা ছবি।

‘তারাপদ সাঁতরা’ স্মারক বক্তৃতা

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃত কেন্দ্র আয়োজিত কলকাতার অবনীন্দ্র সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল ‘তারাপদ সাঁতরা’ শীর্ষক এক স্মারক বক্তৃতা। ইতিহাস চর্চায় লোকসংস্কৃতির ভূমিকা শীর্ষক ওই বক্তৃতায় কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ দিলীপকুমার রায়। দিলীপবাবু তাঁর বক্তব্যে মেচরাঙা, তামাং, টোটো, অসুর সম্প্রদায়ের মানুষের জন্ম–মৃত্যু, বিবাহ কেন্দ্রিক সংস্কৃতি যেমন তুলে ধরেন, তেমনই রাভা সম্প্রদায়ের সঙ্গে পৌরাণিক লোককথার যে উল্লেখ রয়েছে তার বিভিন্ন উদাহরণও তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি লোকসংস্কৃতিকে জনসমক্ষে প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন।

গ্যাস লিক, অসুস্থ মহিলার মৃত্যু

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বেলুড়ে গ্যাস লিকের ঘটনায় অসুস্থ এক মহিলার মৃত্যু হল। শান্নু পান্ডে (৫৮) নামে এই মহিলা গত কয়েকদিন ধরে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি ছিলেন। মঙ্গলবার ভোরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। গত সোমবার বেলুড়ের বজরংবলী কারখানা এলাকায় ক্লোরিন গ্যাসের একটি সিলিন্ডার লিকহওয়ায় প্রায় ৫০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শান্নু পান্ডে সহ ৩৮ জনকে হাওড়ার জয়সওয়াল হাসপাতালে এবং বাকিদের হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভরতি করা হয়। প্রত্যেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু শান্নু পান্ডের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

দুর্ঘটনায় হত শিশু

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার বিকেলে হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় এক পথ দুর্ঘটনায় এক শিশুর মৃত্যু ও তার বাবা–মা গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় ব্যাপক উত্তেজনা। উত্তেজিত জনতা প্রায় ১ ঘণ্টা সেখানকার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধকারীদের বুঝিয়েসুঝিয়ে অবরোধমুক্ত করতে সমর্থ হয়। জানা যায় যে, এদিন বিকেলে আড়াই বছরের ছেলেকে কোলে নিয়ে বাইকে করে যাচ্ছিলেন তার বাবা–মা। হঠাৎই পিছন থেকে একটি ডাম্পার সেই বাইকে ধাক্কা মারলে বাইকটি উলটে যায়। তার জেরে ওই ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায় শিশুটি। এছাড়া গুরুতর আহত অবস্থায় মৃত শিশুর বাবা–মাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

আইন অমান্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি আইন অমান্য ও জেল ভরো আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিল বামফ্রন্ট। এদিন বামফ্রন্টের সহযোগী দলগুলি এক জরুরি বৈঠকে বসে এই সিদ্ধান্ত নেয়। কলকাতা সহ সমস্ত জেলায় এই কর্মসূচি পালিত হবে। বামফ্রন্ট সভাপতি বিমান বসু জানান, দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, ন্যূনতম বেতন ১৮ হাজার টাকা ও ন্যূনতম পেনশন ৩ হাজার টাকা, সমকাজে সমবেতন ইত্যাদি একগুচ্ছ দাবিতে তাঁরা এই আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছেন।

বেঙ্গল কেমিক্যালস

উদ্‌বৃত্ত জমি বিক্রি করা যাবে না : হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালসের স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে থেকে উদ্‌বৃত্ত জমি বিক্রি করা যাবে না বলে মঙ্গলবার ঘোষণা করলেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক। ফলে ভারতের প্রথম ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা বেঙ্গল কেমিক্যালসের শ্রমিক ইউনিয়ন স্বস্তির শ্বাস নিতে পারছে। বেঙ্গল কেমিক্যালস বেশ কয়েক বছর ধরে লোকসানে চললেও ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানো শুরু করে গতবছর থেকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ওই সংস্থাটির কার্যকরী মূলধনের জোগান দিতে সেখানকার উদ্‌বৃত্ত জমি বিক্রি করে দিতে। সরকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংস্থার কর্মচারী ইউনিয়ন কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে। শ্রমিক ইউনিয়নের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য ছিল, দেশের প্রথম ওষুধ তৈরির কারখানা বেঙ্গল কেমিক্যাল এখনও পর্যন্ত কম দামে ওষুধ তৈরি হয়। মাঝে কারখানাটি লাভের মুখ না দেখলেও এখন মুনাফা তুলে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তাহলে জমি বিক্রির দরকার কোথায়? উত্তরে কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কৌশিক চন্দ্র বলেন, সংস্থা তো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। উদ্‌বৃত্ত জমি বেচে বকেয়া মেটানোর পর সংস্থার ৫০ শতাংশ শেয়ার হস্তান্তর করে পরিচালন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হবে। এছাড়া সারা দেশে সরকারি, বেসরকারি মিলিয়ে যত সংস্থা রয়েছে তার ০.০৩ শতাংশ ওষুধ প্রস্তুত করে বেঙ্গল কেমিক্যাল। তাই কেন্দ্র উদ্‌বৃত্ত জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত খারিজ করে জানিয়েছেন, বেঙ্গল কেমিক্যালের জমি বিক্রি করা যাবে না।

স্যাট-এর রায়ে ক্ষুব্ধ আদালত

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ‘ডিএ রাজ্য সরকারের দয়ার দান।’ স্যাটের এই মন্তব্যে অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট। স্যাট কেন একথা বলেছে, এর ব্যাখ্যা রায়ে স্পষ্ট নয় বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করেন বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত এবং বিচারপতি শেখর ববি শরাফের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ইউনিয়ন ‘কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্মেন্ট এমপ্লয়িজ’–এর মামলার রায় দিতে গিয়ে ‘স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবিউনাল’ (স্যাট) বলেছিল, ‘ডিএ বা মহার্ঘভাতা হল রাজ্য সরকারের দয়ার দান।’ কিন্তু কেন দয়ার দান তার কোনো ব্যাখ্যা রায়ে নেই। মঙ্গলবার সরকারের তরফে বক্তব্য জানান রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত। তিনি ১৯৫৪ সালে সুপ্রিমকোর্টের একটি রায় উল্লেখ করে বলেন, ‘ডিএ দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই সরকারি কর্মচারীদের। আর্টিকেল ১৪ কে তা লঙ্ঘন করছে। মামলাকারীরা মূলত কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএর শতাংশের ফারাক নিয়ে ভাবিত। তিনি বলেন, ‘স্যাটের রায় ঠিক না ভুল এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না।’ কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ বলে, ‘আর্টিকেল ৩০৯ কে মেনে রাজ্য সরকার তো ২০০৯ সালে রিভিশন অ্যান্ড পে অ্যালাউয়েন্স বা রোপা রুল এনেছে। তাহলে ডিএ পাওয়ার ক্ষেত্রে রোপা রুল কি কোনো আইনি অধিকার দেয় না সরকারি কর্মচারীদের? এর জবাবে এজি কিশোর দত্ত বলেন, ডিএর সঙ্গে রোপা রুলের কোনো সংযোগ নেই। সোমবার রয়েছে মামলাটির পরবর্তী শুনানি।

ফিলমোৎসবে অর্পিতার ছবি

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: চোখে–মুখে কথা বলেন তৃণমূল সাংসদ নাট্যকর্মী অর্পিতা ঘোষ। কিন্তু জীবনের প্রথম ছায়াছবিতেই তাঁর মুখে কোনো কথা থাকবে না। দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালিত ছবি ‘ইয়ে’ আগামী শনিবার দেখানো হবে বার্লিন ফিল্ম উৎসবের বাণিজ্যিক বিভাগে। জার্মান সাহিত্যির পিটার বিশেল–এর লেখা ‘আই’ (অন্য) গল্প অবলম্বনে তৈরি ওই ছবিতে তিন মুখ্য চরিত্রের একটিতে অভিনয় করছেন বালুরঘাটের সাংসদ। গল্পের তিনটি চরিত্রই একটু বিশেষ ধরনের। তারা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাতে চায় না। চালু ব্যবস্থার বিপরীতে দাঁড়িয়ে তারা আত্মানুসন্ধান করে। অর্পিতার অভিনীত চরিত্রটি যেমন চেনা কোনো ভাষায় কথা বলে না। সে খ্যাপার মতো খুঁজে ফেরে নতুন ভাষা, ভাব প্রকাশের নতুন সংকেত। কিন্তু কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে না ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে। লোকে তাকে পাগল বলে দেগে দেয়। তার স্থান হয় জেলে। তবু সে মাথানত করে না। গল্পের অন্য দুটি চরিত্রের একটি কলকাতা মেট্রো স্টেশনের সিঁড়ি গোনে, নতুন অঙ্কের খোঁজে। আর একজন কলকাতার অলিগলি ঘুরে পৌঁছে যেতে চায় আমেরিকায়। বিশ্ব ভবঘুরে সম্মেলনেও যোগ দিতে যায় সে। কিন্তু শেষ আবিষ্কার করে, সে যে দেশে যেতে চায়, সেই দেশটাই নেই। এর আগে নাটকের মতো সিনেমা করে সুধীজনের প্রশংসা জুটেছিল দেবেশের। এই ছবিটিও দর্শকদের ভালো লাগবে, তাঁর আশা। তবে বার্লিনের উৎসবে থাকতে না পেরে হতাশ অর্পিতা বললেন, ‘কী করে থাকব বলুন! প্রচুর কাজের চাপ নিজের কেন্দ্রের জন্য তহবিল গঠন করতে হবে। সংসদ চালু হবে। প্রচুর কাজ। শ্বাস ফেলার সময় নেই তো ফিল্ম উৎসব।’

তোলাবাজিতে অভিযুক্ত মেয়র

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ সোমবার বিধাননগরের বিডি ব্লকের এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন, বিধাননগরের মেয়র সব্যসাচী দত্ত ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে নির্বাচনের খরচের জন্য তাঁর কাছে দু–দফায় মোট ১ কোটি ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দাবি করেন। সেই দাবির প্রথম দফায় তিনি বিদ্যুৎ গঙ্গোপাধ্যায় নামে উত্তর কলকাতার নবীনচন্দ্র পাল লেনের এক ছাপাখানার মালিক মারফত ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা গত ২ ফেব্রুয়ারি তাঁকে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিনই সব্যসাচীবাবু পুনরায় ওই একই কারণ দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে আরও ১ কোটি টাকা দাবি করেন। তার পক্ষে অত টাকা দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিলে সব্যসাচীবাবু তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। সেইসঙ্গে তিনি তাঁকে খুন করার হুমকিও দেন। সেই হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদন চক্রবর্তী নামে ওই ব্যক্তি স্পিডপোস্ট মারফত বিধাননগর উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে অভিযোগপত্র পাঠিয়ে দেন। মধুসূদন চক্রবর্তীর দায়ের করা অভিযোগের ব্যাপারে মঙ্গলবার সব্যসাচীবাবুর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ওই নামে তিনি কাউকে চেনেন না। তিনি বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ করার মতো কিছু থেকে থাকে তাহলে ওই ব্যক্তি অনায়াসেই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন, তাতে তাঁর কিছু বলার নেই।

আন্ত্রিক এখনও ছড়াচ্ছে

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির যাদবপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আন্ত্রিক নিয়ে যে ভয়াবহতা সীমাবদ্ধ ছিল গতকাল থেকে তার প্রবেশ বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। কসবা, নয়াবাদ, বিজয়গড়, বাঘাযতীনে ছড়িয়েছে আন্ত্রিক। গতকাল মেয়র তথা রাজ্যের ৩টি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন পুরসভার জল থেকে ওই রোগ ছড়ায়নি। তাঁরা জল পরীক্ষা করে কোনো জীবাণু পাননি। উলটে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা অজিত চক্রবর্তী এদিন জানিয়ে দেন, অসুস্থতার যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সেটা জলবাহিত রোগের সঙ্গে মিল রয়েছে। তিনি জানান, এখনও ১১০০ মানুষ আন্ত্রিকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। এদিন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ স্বাস্থ্য অতীন ঘোষ বিষয়টি প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, কলকাতা বহু পুরোনো ও অপরিকল্পিত শহর। তাই জলের পাইপ কোথাও ফুটো হয়ে জীবাণু ঢুকতেই পারে। তবে বিষয়টি তাঁরা খতিয়ে দেখছেন।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ডেঙ্গু নিয়ে রাজ্যজুড়ে অনেকের মৃত্যু হলেও ধামাচাপা দিতে তৎপর হয় রাজ্য সরকার। আর সম্ভবত তা থেকেই শিক্ষা নিয়ে আন্ত্রিককেও ধামাচাপা দিতে চাইছেন মেয়র।

পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ জন সাংসদই কোটিপতি, গুরুতর অপরাধের শীর্ষে ইদ্রিশ আলি

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশের দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্রীদের একজন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি দিল্লির অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)–র তরফে প্রকাশিত সারাদেশের ৩১ জন মুখ্যমন্ত্রীর সম্পত্তি ও তাঁদের বিরুদ্ধে আনা ফৌজদারি মামলা নিয়ে একটি সমীক্ষায় প্রকাশ্যে এসেছে এই তথ্য। বলাবাহুল্য, অনাড়ম্বর জীবনযাপন যেখানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তির অন্যতম উপাদান, সেখানেই বহুল ব্যবধানে মমতাকে পিছনে ফেলে দিলেন তাঁরই দলের সাংসদরা। সৌজন্যে বাংলার সাংসদদের সম্পত্তি ও ফৌজদারি মামলা নিয়ে এডিআর থেকে সদ্য প্রকাশিত নতুন রিপোর্ট।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে, যেখানে বাংলার গ্রামাঞ্চলে ভাগ বসাতে ও শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে মরিয়া বিজেপি সহ অন্য বিরোধী দলগুলি, সেই মুহূর্তে এডিআরের এই নয়া রিপোর্ট যে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করবে না, এমনটি মানতে নারাজ পর্যবেক্ষক মহল। সমীক্ষা জানাচ্ছে, অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় বাংলাতেও কম নেই কোটিপতিরা। রাজ্যসভা ও লোকসভা মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই রয়েছেন প্রায় ৩৫ জন কোটিপতি সাংসদ। ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২৭টি আসনের সাংসদরাই কোটিপতি। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় ১৫টি আসনের মধ্যে ৪ জন কোটিপতি সাংসদ রয়েছেন। লোকসভার ধনীতম সাংসদরা হলেন, ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব (সম্পত্তির পরিমাণ ১৫ কোটিরও বেশি), বর্ধমান–দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ মমতাজ সংঘমিত্রা (সম্পত্তির পরিমাণ ১০ কোটির বেশি), শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ–আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পত্তির পরিমাণ ৮ কোটির বেশি)। পাশাপাশি রয়েছেন কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরি, বিজেপির বাবুল সুপ্রিয়, প্রণব–পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, তৃণমূল সাংসদ অভিনেত্রী শতাব্দী রায়, দীনেশ ত্রিবেদী, সুগত বসু, কাকলি ঘোষদস্তিদার, সন্ধ্যা রায়, সাজদা আহমেদ, তাপস পাল সহ অনেকে। উত্তরবঙ্গ থেকে কোটিপতি ক্লাবে রয়েছেন মাত্র দুজন সাংসদ। বিজেপির দার্জিলিং সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া ও দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরি। রাজ্যসভা থেকে ধনীতম সাংসদরা হলেন তৃণমূলের কেডি সিং (সম্পত্তির পরিমাণ ৮৩ কোটির বেশি), যোগেন চৌধুরি (সম্পত্তির পরিমাণ ৩২ কোটির বেশি) ও ডেরেক ও’ব্রায়েন (সম্পত্তির পরিমাণ ১৯ কোটির বেশি)। এছাড়া রয়েছেন বিবেক গুপ্তা, মণীশ গুপ্ত, মানস ভুঁইয়া, কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্যের মতো বর্ষীয়ানরা। এডিআর জানাচ্ছে, বাংলার লোকসভায় দরিদ্রতম সাংসদরা হলেন ড. উমা সোরেন (সম্পত্তির পরিমাণ ৪ লক্ষের বেশি) ও বালুরঘাট সাংসদ অর্পিতা ঘোষ (সম্পত্তির পরিমাণ ৫ লক্ষের বেশি)। রাজ্যসভা থেকে গরিব সাংসদরা হলেন নাদিমুল হক (সম্পত্তির পরিমাণ ৩ লক্ষের বেশি), আহমেদ হাসান ইমরান (সম্পত্তির পরিমাণ ৪ লক্ষের বেশি) ও বহিষ্কৃত বাম সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পত্তির পরিমাণ ৯ লক্ষের বেশি)। এডিআরের রিপোর্ট অনুযায়ী লোকসভার ২৭ জন কোটিপতি এমপির মধ্যে ২২ জন তৃণমূল, ২ জন বিজেপি ও ৩ জন কংগ্রেসি সাংসদ রয়েছেন। রাজ্যসভা থেকে কোটিপতি সাংসদের মধ্যে ৭ জনই তৃণমূল, একজন কংগ্রেসি সাংসদ রয়েছেন।

সমীক্ষায় সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও দেখা গিয়েছে বৈচিত্র্য। লোকসভা–রাজ্যসভা মিলিয়ে অধিকাংশ সাংসদই উচ্চশিক্ষিত। তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। লোকসভার ৬ জন ও রাজ্যসভার ২ জন এমনও সাংসদ আছেন যাঁরা স্নাতকস্তর পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেননি। লোকসভা–রাজ্যসভা মিলিয়ে ডক্টরেট আছেন ৫ জন, স্নাতকোত্তর রয়েছেন ১৫ জন, স্নাতক রয়েছেন ৩২ জন ও মাত্র একজন রয়েছেন যিনি প্রথাগত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি। তবে ফৌজদারি মামলাও রয়েছে অনেকের নামেই, জানাচ্ছে সমীক্ষা। যার মধ্যে হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। এর মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন বসিরহাট সাংসদ ইদ্রিশ আলি (৯টি ফৌজদারি মামলা, ২২টি গুরুতর অপরাধমূলক), কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরি (১৬টি ফৌজদারি মামলা, ১১টি গুরুতর অপরাধমূলক), কৃষ্ণনগর সাংসদ তাপস পাল (৪টি ফৌজদারি মামলা), সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (১টি ফৌজদারি মামলা), শিশির অধিকারী (১টি ফৌজদারি মামলা, ১টি গুরুতর অপরাধ) ও সৌমিত্র খান (১টি ফৌজদারি মামলা, ১টি গুরুতর অপরাধমূলক)। রাজ্যসভা থেকে তৃণমূলের সুখেন্দুশেখর রায় ও সিপিএমের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কোনো ফৌজদারি মামলার তথ্য নেই। বলাবাহুল্য, প্রাক–নির্বাচনি বাজারে তৃণমূল সাংসদদের আর্থিক বহর দেখে কটাক্ষ শুরু করেছে বিজেপি। পাশাপাশি বাদ দেওয়া হচ্ছে না কংগ্রেসকেও। এডিআরের রিপোর্টকে হাতিয়ার করেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি আসন্ন পঞ্চায়েত সহ অন্যান্য নির্বাচনি প্রচারে নামবে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহলের একাংশ।